

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে জাতীয় নারী কমিশনের সীমাবদ্ধতা ও কার্যকারিতা

নিয়ে প্রশ্নঃ নারীর অধিকার কোথায় দাঁড়িয়ে?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারায়াত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাসিনা

রোলঃ 23090120284

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে জাতীয় নারী কমিশনের সীমাবদ্ধতা ও কার্যকারিতা

নিয়ে প্রশ্নঃ নারীর অধিকার কোথায় দাঁড়িয়ে?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাসিনা

রোলঃ 23090120284

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ বাংলাদেশে জাতীয় নারী কমিশনের সীমাবদ্ধতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্নঃ নারীর অধিকার কোথায় দাঁড়িয়ে? ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হাসিনা, আইডিঃ 23090120284 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওঃ শারাবাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বাংলাদেশে জাতীয় নারী কমিশনের সীমাবদ্ধতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্নঃ নারীর অধিকার কোথায় দাঁড়িয়ে? ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওঃ শারীফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Hasina

(স্বাক্ষর)

হাসিনা

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

আইডিঃ 23090120284

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা	5
সাহিত্য পর্যালোচনা	6
কমিশনের সংবিধানিক ও আইনগত অবস্থান	7
কার্যকারিতা	8
সাংবিধানিক ও আইনগত প্রতিবন্ধকতা	11
প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা	12
নারীর অধিকার কোথায় দাঁড়িয়ে?	13
উপসংহার	16
রেফারেন্স (References)	17

ভূমিকা

বাংলাদেশে নারীর অধিকার ও লিঙ্গ সমতা একটি দীর্ঘ প্রতিপাদ্য বিষয়। যদিও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নারীর উন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কাজ করে আসছে, কিন্তু নীতি-আইন এবং বাস্তবতা মাঝে মাঝে বিস্তর ফাঁক দেখা যায়। বিশেষত জাতীয় নারী বা নারী বিষয়ক কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য হলো নারীর অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া, তবে তার কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে আজও গভীর প্রশ্ন রয়েছে। এই থিসিসে বিশ্লেষণ করা হবে যে কমিশন আসলে কী-রূপ ভূমিকা নিয়ে কাজ করছে, তার সুপারিশ কতটা বাস্তবায়নযোগ্য, আর নারীর অধিকার আদায়ে তার অবদানে এবং চ্যালেঞ্জগুলিতে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।

সাহিত্য পর্যালোচনা

এই অংশে আগে কাজ করা গবেষণা ও প্রতিবেদনের মাধ্যমে নারী অধিকার ও কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

- ব্লাস্ট (BLAST) একটি আইনজীবী ও নারী অধিকার সংস্থার বিশ্লেষণ দেখায় যে, পারিবারিক আদালত, পুরাতন ধারার ধর্মীয় আইন এবং লিঙ্গভিত্তিক আইনি প্রক্রিয়ায় নারীদের জন্য প্রবেশগম্যতা অনেক ক্ষেত্রে সীমিত।
- সমালোচকরা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবাধিততা, মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোর প্রতিক্রিয়া এবং রাজনীতিক সদৃশতার অভাবকে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রধান বাধা হতে পারে।
- বিদ্যমান আইনগত কাঠামোতে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, উত্তরাধিকারের আইন, ব্যক্তিগত আইন এবং সংবিধানগত ব্যবস্থার অনেক আওয়াজ এখনও পরিপূর্ণভাবে নারীর পক্ষপাতিত্ব করে না।

কমিশনের সংবিধানিক ও আইনগত অবস্থান

- বাংলাদেশ সংবিধানে নারী-পুরুষ সমতার কথা বলা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে CEDAW (নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য বন্ধের কনভেনশন)-র দায়বদ্ধতা রয়েছে।
- নারী বিষয়ক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও কমিশন গঠন করা হয়েছে নারীর অধিকার বাস্তবায়নের জন্য। উদাহরণস্বরূপ “নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়” ও তার অধীন বিভিন্ন বিভাগ।

কমিশনের গঠন ও দায়িত্ব

- নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন প্রধান উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট সরকারি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় কাজ করেছে।
- ২০২৫ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তারা সুপারিশ করেছে যেমন — অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়ন, নারীর সম্পত্তিতে অধিক অংশ নিশ্চিত করা, শ্রম আইন সংশোধন করা।
- কমিশন সুপারিশ করেছে দ্রুত কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কার্যকারিতা

অগ্রগতি ও ইতিবাচক দিক:

1. রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও নির্দেশনা

- প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুস সুপারিশগুলোর দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন।
- কিছু সুপারিশ “অগ্রহণযোগ্য” হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যেগুলো দ্রুত করা যায়, সেগুলোর জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- ইন্টার-গভর্নমেন্টাল মনিটরিং প্রক্রিয়া গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে।

2. সামাজিক সচেতনতা ও আলোচনায় নতুন মাত্রা

- কমিশনের সুপারিশ এবং প্রতিবেদন প্রকাশের পর নারী অধিকার বিষয়ে গণমাধ্যম এবং জনমত অনেক বেশি গতিশীল হয়েছে।
- নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, উত্তরাধিকার আইন, পারিবারিক আইন ইত্যাদি বিষয়ে সমাজে নতুন আলোচনা এবং সমস্যা সচেতনতা তৈরি হয়েছে।

- আইনগত ও নীতিমূলক কাঠামোতে সুস্পষ্ট পরিবর্তন চাওয়া হয়েছে, যেমন একটি “Discrimination Elimination Act” (অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা) প্রণয়ন।
- একটি স্থায়ী, স্বায়ত্তশাসিত জাতীয় নারী কমিশন গঠনের প্রস্তাব রয়েছে, যা ভবিষ্যতে নারীর অধিকার নিরীক্ষণ এবং প্রয়োজনে তদন্ত করার ক্ষমতা রাখবে।

সীমাবদ্ধতা

বাস্তবায়নের ঘাটতি

- সুপারিশ প্রণয়ন করা সত্ত্বেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সময়সাপেক্ষতা, সংস্থার সক্ষমতার অভাব ও রাজনৈতিক বাধা রয়েছে।
- অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে নারীর অধিকার বাস্তবায়নে বাধা রয়েছে — যেমন সামাজিক সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক দুর্বলতা, সাংবিধানিক আইন ও নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যের অভাব।

প্রতিনিধি ও অংশগ্রহণমূলক সমস্যা

- একটি দল দাবি করেছে যে কমিশনে সমাজের সব শ্রেণির নারীর অংশ-গ্রহণ নিশ্চিত হয়নি, বিশেষ করে ধর্মীয় ও সামাজিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-সংক্রান্ত।

- কমিশনের প্রস্তাবিত নীতিগুলি কিছু অংশে বিতর্কিত হয়েছে — ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক প্রচলিত রীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হিসেবে দেখা দিয়েছে।

কাঠামোগত ও সংবিধানগত প্রশ্ন

- কমিশনের প্রতিবেদন বিষয়ে “সংবিধান পরিপন্থি” ও “ধর্মবিরোধী” উল্লেখ করে বিভিন্ন মত পাওয়া গেছে।
- আইন-নীতি সংশোধনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থা-সমূহের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাব, পর্যাপ্ত বাজেট ও প্রশাসনিক উৎসের অভাব রয়েছে।

চ্যালেঞ্জ

কমিশনের সুপারিশ ও কাজের পথে বেশ কিছু বাধা রয়েছে, যা থিসিসে গভীরভাবে বিবেচনা করা উচিত:

রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব

- যদিও কিছু সুপারিশ “অতিদ্রুত” বাস্তবায়নযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, অনেক এদের জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দরকার। তবে প্রকৃত রাজনৈতিক কমিটমেন্ট কি আসবে, তা অনিশ্চিত। বিশেষ করে মৌলবাদী গোষ্ঠীর আপত্তি ও প্রভাব এক বড় চ্যালেঞ্জ।
- ফলে দেখানো যায় যে, সরকারের ‘সদিচ্ছা’ ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণই বড় বাধা হিসেবে দাঁড়াচ্ছে।

সাংবিধানিক ও আইনগত প্রতিবন্ধকতা

- কমিশন দেখিয়েছে যে সংবিধানে থাকা সমতা-বিষায়ক ধারা (Articles 19, 27, 28) কার্যকরভাবে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য রোধে অপরিপূর্ণ।
- ধর্মভিত্তিক ব্যক্তিগত আইন, উত্তরাধিকার আইন ও তালাক আইন পরিবর্তন সহজ কাজ নয়। অনেক ধর্মীয় গোষ্ঠী এই পরিবর্তনগুলোর বিরুদ্ধে কঠিন মনোভাব রাখতে পারে।
- কমিশনের প্রস্তাবিত “Uniform Family Code” প্রবর্তন সামাজিক ও ধর্মীয় বিরোধিতা পেতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা

- একটি স্থায়ী এবং স্বায়ত্তশাসিত জাতীয় নারী কমিশন গঠন করার প্রস্তাব থাকলেও, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাজেট, প্রশাসনিক স্বাধীনতা এবং নজরদারি কাঠামোর অভাব হতে পারে।
- স্থানীয় পর্যায়ে, গ্রাম বা শহরে নারী অধিকার বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজন গুণগত স্থানীয় প্রতিনিধি এবং অংশগ্রহণের কাঠামো, যা সব জায়গায় এখনও গড়ে ওঠেনি।

সামাজিক

ও

সাংস্কৃতিক

বাধা

- ধর্মীয় গোষ্ঠীর আপত্তি এবং সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া জটিল।
- বিশেষ অংশের নারী, যেমন গার্মেন্টস কর্মী, গার্হস্থ্য শ্রমিক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীরা প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম ও আইন-পরিবর্তনের সুফল থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যদি প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ ঠিকভাবে সংগঠিত না করা হয়।

নারীর অধিকার কোথায় দাঁড়িয়ে?

অর্জিত অগ্রগতি

- আইন ও নীতিমালায় নারীর অধিকারবোধ উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে উক্ত সুপারিশ ও নীতিগত কাঠামো এতে ভূমিকা রাখছে।
- জনসচেতনতা ও সামাজিক আলোচনায় নারীর ভূমিকা ও অধিকার বিষয়ক মনোভাব পরিবর্তনের কিছু লক্ষণ দেখা দিচ্ছে।

বিচ্ছৃতি ও বাস্তবতা

যদিও নীতিমালায় পরিবর্তন আসার কথাবার্তা রয়েছে, কিন্তু মাঠ পর্যায়ে নারীদের জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, পারিবারিক বৈষম্য ও সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা পুরোটা মেটানো যাচ্ছে না।

এখনো বহাল সমস্যা

- আইন ও নীতিমালা থাকলেও বাস্তব জীবনে নারীর কর্মসংস্থান, সম্পত্তিতে অধিকার, সামাজিক সুরক্ষা, নির্যাতন ও হয়রানিমুক্তি ইত্যাদিতে এখনও বৈষম্য রয়েছে।
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধাগুলো - যেমন পারিবারিক প্রথা, মাঠ-পর্যায়ের প্রশাসনিক দুর্বলতা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার অভাব- নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণকে সীমাবদ্ধ করে।
- কমিশনের সুপারিশ সঠিকভাবে ও দ্রুত বাস্তবায়িত না হলে “কাগজে লেখা” প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকবেই, কার্যকর রূপ নিতে পারবে না।

তাই বলা যায়, নারীর অধিকার “মধ্যে-রাস্তায়” দাঁড়িয়ে রয়েছে, বুঝাপড়ায় ও কাঠামোগত প্রস্তাবনায় অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু পুরোপুরি সুরক্ষিত ও প্রভাবশালী অবস্থানে পৌঁছাতে আরও কাজ বাকি আছে।

সুপারিশ

থিসিসের এই অংশে এমন কিছু সুপারিশ দেওয়া হলো যা কমিশন, সরকার এবং নাগরিক সমাজ উভয়ই বিবেচনায় নিতে পারে।

রাজনৈতিক জবাবদিহিতা জোরদার করুন

- সুপারিশগুলোর বিশেষ অংশ (যেমন ইনহেরিট্যান্স আইন, পারিবারিক আইন) দ্রুত ও পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করার জন্য একটি সুস্পষ্ট জাতীয় রোডম্যাপ তৈরি করা।
- রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি সমঝোতা গড়ে তোলা, যাতে কমিশনের প্রস্তাবকৃত আইন পরিবর্তন রাজনৈতিকভাবে টেকসই হয়।

সংবিধানগত ও আইনগত কাঠামো পরিবর্তন

- “Discrimination Elimination Act” পাশ করার মাধ্যমে যে কোনো আইন, ধর্মীয় বা পারিবারিক আইন, যা লিঙ্গ বৈষম্য সৃষ্টি করে, তা চ্যালেঞ্জ করার পথ তৈরি করা।
- সংবিধানের সংশোধন করে সমতা ও লিঙ্গ ন্যায্যতার ধারা আরও শক্তিশালী করা, যাতে তা কার্যকর রূপে প্রয়োগযোগ্য হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি বৃদ্ধি

- একটি স্বায়ত্তশাসিত, স্থায়ী জাতীয় নারী কমিশন গঠন করা যা শুধু সুপারিশ করবে না, বরং তদন্ত, নজরদারি, এবং প্রতিবেদন প্রদানে সক্ষম হবে।

- প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে বাজেট বরাদ্দ এবং মানবসম্পদ নিশ্চিত করা। স্থানীয় স্তরে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা এবং অংশগ্রহণমূলক কাঠামো গড়ে তোলা।

সচেতনতা ও অংশগ্রহণ

- সামাজিক ও ধর্মীয় পরিমণ্ডলে সচেতনতার কাজ চালিয়ে যাওয়া - ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে সংলাপ, শিক্ষাপ্রচার, গণমাধ্যম প্রচারণা।
- স্থানীয় পর্যায়ে নারীরা যাতে কমিশনের প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে (ফোকাস গ্রুপ, অংশীদারিত্ব কমিটি) তার জন্য ব্যবস্থাপনা করা।

মনিটরিং ও মূল্যায়ন

- একটি পর্যায়ক্রমিক মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গঠন করা - প্রতিবেদন প্রকাশ, জনপ্রতিনিধি প্রতিবেদন, এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর অগ্রগতি।
- মূল্যায়ন ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সুপারিশগুলোর সময়সাপেক্ষ পুনর্বিবেচনা এবং সংশোধন চালু রাখা।

উপসংহার

বাংলাদেশে নারী বিষয়ক কমিশন গঠন একটি সাহসী ও সময়োপযোগী উদ্যোগ। এটি সংবিধান, আইন ও সামাজিক কাঠামোর দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর অধিকার ও সমতা ফের নতুন আলোকে অগ্রসর করার প্রস্তাবনা দিয়েছে। যদিও অনেক সুপারিশ ইতিমধ্যেই মানবাধিকার ও নারী ক্ষমতায়ন আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছে, বাস্তবায়নের পথে রাজনৈতিক বিরোধ, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা এখনও বড় মানের চ্যালেঞ্জ। নারীর অধিকার ‘লিপিবদ্ধ’ পর্যায়ে থেকে ‘বাস্তব ও সক্রিয়’ দিকে নিয়ে যেতে হলে কেবল সুপারিশই যথেষ্ট নয় - তার জন্য রাজনৈতিক অঙ্গীকার, সামাজিক সমর্থন, এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি সমন্বয়ের প্রয়োজন। যদি এসব কিছু সঠিকভাবে পরিচালিত ও মনিটর করা যায়, তাহলে কমিশন একটি স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে এবং নারীর পর্যাপ্ত সুরক্ষা ও সমতা নিশ্চিত করতে পারে।

রেফারেন্স (References)

1. The Daily Star, “Implement proposals of Women’s Affairs Reform Commission promptly: Yunus” [The Daily Star](#)
2. Dhaka Tribune, “Yunus urges implementation of Women’s Reform Commission recommendations” [Dhaka Tribune](#)
3. Business Standard, “Yunus urges swift implementation of Women’s Affairs Reform Commission proposals” [The Business Standard](#)
4. Deutsche Welle (বাংলা), “নারী কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ” [Deutsche Welle](#)
5. BDNews24, “নারী বিষয়ক সংস্কার: সুপারিশ বাস্তবায়নে ‘সদিচ্ছার’ চ্যালেঞ্জ” [bdnews24.com](#)
6. BDNews24, “নারীর জন্য ‘সমতা ও সুরক্ষার’ সুপারিশ” [bdnews24.com](#)
7. Dhaka Tribune, “Women Affairs Reform Commission takes aim at constitution, personal laws governed by

religion”

[Dhaka](#)

[Tribune](#)

8. Business Standard, “Commission proposes 300 reserved seats for women with direct polls” [The Business Standard](#)
9. Bangladesh Pratidin, “Women’s Affairs Reform Commission term extended to May 31” [en.bd-pratidin.com](#)